শুক্রবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৬১

মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল, উত্তরবঙ্গ পুরোভাগে

এবারের মাধ্যমিকে উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের সাফল্য উল্লেখের, কিন্তু সেরা ৫৬-এ কলকাতায় মাত্র ২ জন কেন? মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। ২০১৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১২ মার্চ থেকে। শেষ হয় ১৬ এপ্রিল। ৭৭দিনের মাথায় মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করেছে মধ্যশিক্ষাপর্ষদ। এটা মোটমুটি সন্তোষজনক। এবছর মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্র সঞ্জিবনী দেবনাথ। এছাড়াও ওই স্কুল এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সেরার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলি যে কারো চেয়ে কম নয়, তা প্রমাণিত হল। পাশের হার ও সংখ্যার দিক থেকে পূর্ব-মেদিনীপুরও অনেক এগিয়ে। কিন্তু শহর কলকাতার স্কুলগুলি কেন ভাল ফল করতে পারছে না। তা খতিয়ে দেখা দরকার। অনেকে মনে করেন স্কুল ছাত্ররা স্কুলস্তরেই রাজনীতিতে মাত্রাতিরিক্তভাবে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে পড়াশুনায় মন দিচ্ছে না। এ কারণে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৫.৪৯ শতাংশ, গত বছরের তুলনায় যা খানিকটা কম। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে দুই মেদিনীপুরে পাশের হার প্রশংসনীয়। পূর্ব-মেদিনীপুরের সাফল্যের হার সর্বাধিক। এই জেলায় সাফল্যের হার ৯৬.১৩ শতাংশ। পশ্চিম-মেদিনীপুরে সাফল্যের হার ৯১.৭৫ শতাংশ। সেখানে কলকাতায় সাফল্যের হার ৯১.১১ শতাংশ, এই হার বাড়াতে হবে। বিশেষ করে সেরার তালিকায় ৮ জেলা নেই। এটা কেন, তা দেখা জরুরি।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বিদ্যা—আজ্ঞা, কাম আর কামনা তফাত কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাম যেন, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা, অহঙ্কার করতে হয়।”

“সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।”

[ভোগান্তে যোগ—ভ্রাতৃস্নেহ ও সংসার]

“কামিনীকাঞ্চনে মনের বাজে খরচ হয়। এই দেখ না, ছেলে মেয়ে হয়েছে, যাত্রা করা হচ্ছে—এই সব নানা কাজে ঈশ্বরেতে মনের যোগ হয় না।”

“**ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়।** ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-- অবধূত চিলেক চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেললে, যে দিকে চিল মাছ মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না।”

“মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু। কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা; **ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।**”

“আবার দেখ, অর্থ-ই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটি ফেলে দেয় তাহলে পরস্পর কামড়াকামড়ি করবে।”

“মাঝে মাঝে এখানে আসবে। (মাষ্টার প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এঁরা আসেন। রবিবার কিম্বা অন্য ছুটিতে আসেন।”

দিনপঞ্জিকা

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, **৮ জুন,** ২৪ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৩ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৭। **শুক্রবার,** নবমী দিবা ঘ ৮।৩২ মিঃ। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১২ মিঃ। আয়ুষ্মান্‌যোগ রাত্রি ঘ ৭।১০ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ৮।৩২ গতে বনিজকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৩২ গতে বৃষ্টিকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ঘ ৭।১২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**-- দোষ নাই। **যোগিনী**—পূর্ব্বে, দিবা ঘ ৮।৩২ গতে উত্তরে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।১৬ গতে ১১।২৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৫৭ গতে ১০।১৭ মধ্যে। **যাত্রা**—শুভ পশ্চিমে নিষেধ, প্রাতঃ ঘ ৪।৫৬ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ঘ ৮।১৬ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ৯।৫৬ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১১।৩৬ গতে নামকরণ দেবতাগঠন বিক্রয়বাণিজ্য বিপন্ন্যারম্ভ পূন্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ, বীজবপন বৃক্ষাদি রোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**—দশমীর একোদ্দীষ্ট ও সপিণ্ডন। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৫।৪৯ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৪ গতে ১০।২৮ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ দিবা ঘ ১২।৬ গতে ২।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।২৯ মধ্যে ও ১২।৪২ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, **৮ জুন,** ২৩ রমজান, ২৪ জেঠ, উঃ ৪।৫৪, অঃ ৬।১৫, **শুক্রবার,** নবমী দি ঘ ৮।৩০ মিঃ, সেহ্‌রী শেষ ৩।১৮, ইফতার ৬।২৫।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবন

চার
মুর্শিদাবাদ ও মালদহ

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

১৮৭১-৭২ এর রিপোর্টেও তাঁর এই অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

১৮৭১-এর রাজশাহী পুলিশ রিপোর্টে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার ডব্লিউ ওয়াভেল বলেছেন, “পুরো বছর তিনি হেড কোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। আমার পূর্বসূরী তাঁর সম্বন্ধে যে অনুকূল মত লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেই মতই এখনও অব্যাহত রয়েছে। তিনি দ্রুত গতিতে কাজ করেন এবং ভালো কাজ করেন।” কমিশনার মোলোনি লিখেছেন, “অত্যন্ত ভাল, অভিজ্ঞ ও চতুর অফিসার।” ১৮৭২-৭৩ এর রাজশাহীর বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্টে কমিশনার মোলোনি লিখেছেন, “অত্যন্ত ভাল।” ১৮৭২-৭৩ এর বোর্ডের রিপোর্টে তাঁর কাজের সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে কর্মরত থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশাসনিক এক্তিয়ার বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ এর বারো নম্বর আইনে (Act XII of 1871) সারা ভারতে বাছাই করা অল্পসংখ্যক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে বলা হয়। ১১ই জুন ১৮৭১ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই ক্ষমতা নতুন করেদেওয়া হয়। তাছাড়া বেঙ্গল কাউন্সিল-এর দশ নম্বর আইন {Act X (B.C.) of 1871} অনুসারে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর-এর ক্ষমতা দেওয়া হল। তবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে ফার্স্ট (প্রথম) গ্রেডে উন্নীত হতে তাঁকে আরো তেরো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৭২-৭৩ এর বোর্ড রিপোর্টে তাঁকে প্রশংসার যোগ্য অফিসাদের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৪-৭৫ এর রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, “যোগ্যতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর প্রশংসা প্রাপ্য।” ৭ই এপ্রিল ১৮৭৩ এ তিনি দশদিন প্রিভিলেজ লীভ (বিশেষাধিকার ছুটি) নিয়েছিলেন।

১৮৭৩ এ বঙ্কিমচন্দ্রকে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত মালদহ জেলাতে রোড সেস-এর

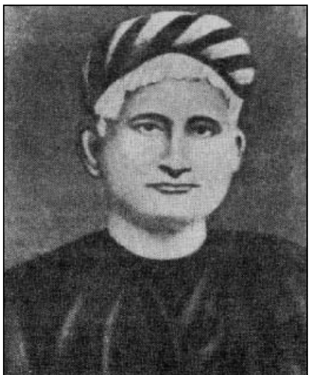

বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু এ সময় অসুস্থতার জন্য তিনি ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ থেকে ৪ঠা মে ১৮৭৪ পর্যন্ত তিনমাস দু'দিন ছুটি নিলেন। ১৮৭৩-৭৪ এ লোয়ার প্রভিন্সেস-এর শুল্ক দপ্তরের ১৪৯ নম্বর সিদ্ধান্তে লেখা হল “কমিশনার (শুল্ক বিভাগ) সাহেবের রিপোর্টে এই অফিসারের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর এই জেলাতে শুল্ক দপ্তরের কাজের ব্যবস্থাপনা প্রশস্তিসূচক উল্লেখের দাবি রাখে।” ১৮৭৪-৭৫ এর প্রশাসনিক রিপোর্টে রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিষ্টার ই. ডব্লিউ. মোলোনি লিখেছেন, “মালদহ-র রোড সেস এর কাজে নিযুক্ত (তিনি) একজন খুব ভাল অফিসার।”

১৮৭২ সালে বহরমপুরে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গ দর্শন’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক এবং চার বছর পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় এর প্রকাশ শুরু হয়। ইতিমধ্যে তাঁর ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দিরা’ ও ‘যুগলাঙ্গুরীয়’ উপন্যাস তিনটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ‘লোক রহস্য’ ও ‘বিজ্ঞান রহস্য’ নামে দুটি প্রবন্ধ পুস্তকও তিনি প্রকাশ করেছেন। ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসও তখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

ছুটিতে থাকাকালীন ২৯ শে এপ্রিল ১৮৭৪ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে এস. ডি. ও হিসাবে বারাসাতে বদলি করা হল। ১৮৭৪ এর প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের প্রশাসনিক রিপোর্টে ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর লিখেছেন, “মাত্র (কয়েক মাসের জন্য) তিনি বারাসাতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যা দেখেছি তাতে তিনি সব কাজ সযত্নে ভালভাবে সম্পাদন করেছেন।” বিভাগীয় কমিশনার লর্ড এইচ উল্লিক ব্রাউন লিখেছেন, “একজন ভাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই অফিসারের সুসম্পাদিত কাজ অন্যদের থেকে আলাদাভাবে সরকারের নজরে আনা হয়েছে।”

৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ এ তাঁকে মালদহ জেলার রোড সেস বিভাগে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি ২২শে জুন ১৮৭৫ থেকে ২৬শে মার্চ ১৮৭৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ন'মাস ছুটি নেন। রাজশাহী ও কুচবিহার বিভাগের ১৮৭৫-৭৬- এর প্রশাসনিক রিপোর্টে কমিশনার মি. ককেরেল লেখেন, “একজন খুব যোগ্য অফিসার। তবে স্বাস্থ্যের কারণে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে কয়েকমাস ছুটি নেওয়ার জন্য হোক বা কাজে উদ্যম ও আগ্রহের অভাবের জন্যই হোক, আগেরবার তাঁর সম্বন্ধে ভাল কাজ করার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবার তাঁর কাজে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।”

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাড়ি থেকে বহরমপুর ট্রেনে যাতায়াত করতেন। মাতৃ বিয়োগের পর তিনি একবার খালি পায়ে, খালি গায়ে ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে চড়ে বহরমপুর যাচ্ছেন। তখন রেলের দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থে উঁচু শ্রেণী বোঝাত, এখনকার মত নিম্নতম শ্রেণী নয়। তখনকার রেলে ক্রমোচ্চ পর্যায় ছিল থার্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস এবং ফার্স্ট ক্লাস। সেই সেকেন্ড ক্লাস কামরায় দুজন মদ্যপান রত সাহেব তাঁকে পরের স্টেশনে সেই কামরা থেকে নেমে অন্য কামরায় যেতে বাধ্য করেছিল। শচীশচন্দ্র লিখেছেন, “বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে উঠলেন এবং তদবধি ‘আত্মমর্যাদা রক্ষা’ করতে তিনি প্রথম অথবা মধ্যশ্রেণীর রেলে যাতায়াত করতেন।”[১০]

ক্রমশ

যোজনা কলাম

স্বচ্ছ ভারত মিশন : ২০১৭ সালের মাইলফলক

সকলকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচব্যবস্থার আওতায় আনা ও সর্বজনীন পরিচ্ছন্নতার প্রসার বৃদ্ধির প্রয়াসে গতি সঞ্চার করতে মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূচনা করেন। লক্ষ্য, গান্ধীজীর সার্ধশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা জানাতে ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে ‘উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন’ (Open Defecation Free--ODF) “স্বচ্ছ ভারত” গড়ে তোলা

দেশকে ‘উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন’ করে তোলার লক্ষ্যপূরণে প্রধান হাতিয়ার ‘অভ্যাস পরিবর্তন’। সেজন্যই Information, Education and Communication (IEC), অর্থাৎ, ‘তথ্য, শিক্ষা ও প্রচার’-এর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য নির্দেশিকার ও নানা জনশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রচার চলছে জোরকদমে। ২০১৫ সালে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত নির্দেশাবলী (Mestrual Management Guidelines) ও ২০১৭ সালে লিঙ্গ বিষয়ক নির্দেশাবলী (Gender Guidelines) জারি করা হয়।

২০১৭ সালের ২ অক্টোবর, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর সূচনালগ্নে স্বাস্থ্যবিধানে প্রসার (Sannitation Coverage) ছিল ৩৮.৭০ শতাংশ অঞ্চলে। ২০১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪.১৫ শতাংশে।

● **স্বচ্ছ ভারত মিশন-স্বচ্ছতার কর্মকাণ্ডে সকলকে সামিল করা :**

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর সমস্ত দায়দায়িত্বের পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত গড়ার লক্ষ্যে নেওয়া অন্যান্য সব উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রিয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকের উপর ন্যস্ত। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রক বাকি সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, অ-সরকারি সংস্থা, ধর্মীয় সংগঠন, গণমাধ্যম ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বচ্ছতার দায়িত্ব শুধু সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির উপরই বর্তায় না--এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী সকলকে স্বচ্ছতার কর্মকাণ্ডে শামিল হওয়ার জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন্ত্রক এই পন্থা অবলম্বন করেছে। এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একগুচ্ছ বিশেষ উদ্যোগ ও প্রকল্প চালু হয়েছে। সব তরফের অংশীদারদের মধ্যে যে তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে তা অবশ্যই অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

● **স্বচ্ছতা পক্ষ :**

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রথমবার ‘স্বচ্ছতা পাখওড়ায়া’ বা স্বচ্চতা পক্ষ আয়োজিত হয়। দু'সপ্তাহব্যাপী এই কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতরগুলি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সামিল হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী স্বচ্ছতা পক্ষের বার্ষিক কর্মসূচি ও কার্যকলাপ আগেভাগেই ঠিক করে নেয় মন্ত্রকগুলি।

● **নমামি গঙ্গে :**

নমামি গঙ্গে প্রকল্প কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের একটি উদ্যোগ। গঙ্গার তীরে অবস্থিত গ্রামগুলিকে ‘উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন’ করে তোলা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার মতো বিষয়গুলি মন্ত্রকের আওতাধীন। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের ৫২-টি জেলার মোট ৪৪৭০-টি গ্রামের প্রতিটিকে ‘উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সহযোগিতাও পায়। বর্তমানে ‘জাতীয় স্বচ্ছ গঙ্গা মিশন’-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রক গঙ্গার তীরে অবস্থিত ২৪-টি গ্রামকে ‘গঙ্গা গ্রাম’-এ রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

● **স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা :**

স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা বা Swachhata Action Plan (SAP) স্বচ্ছতা সংক্রান্ত একটি অভিনব আন্তঃমন্ত্রক প্রকল্প। এটি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের বাস্তবায়নের উদাহরণস্বরূপ। সব ক'টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/দফতরই নিজেদের বাজেটে এ সংক্রান্ত বরাদ্দের জন্য যথোপযুক্ত সংস্থান করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এর জন্য বাজেটে আলাদাভাবে একটি খাত সৃষ্টি করেছে। স্বচ্ছতা পরিকল্পনা ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে রূপায়িত হয়। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ৭৭-টি মন্ত্রক/দফতর মিলিয়ে এই কর্মপরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ ১২৪৬৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা

● **স্বচ্ছ ঐতিহাসিকমণ্ডিত স্থল :**

পানীয় জল স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক উদ্যোগ নিয়ে দেশের ১০০টি “ iconic”(ধর্মীয় অথবা/এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ) স্থানকে পরিচ্ছন্ন করার তথা স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। এই Swachh Iconic Places (SIP) প্রকল্পের জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকের নেতৃত্বে নগরোন্নয়ন, পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রকগুলি হাত মিলিয়েছে। এপর্যন্ত প্রথম দু'টি পর্যায়ে ২০-টি স্থলে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থা এইসব জায়গায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়ত দিচ্ছে।

● **স্বচ্ছ শক্তি (৮ মার্চ, ২০১৭):**

২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে, অর্থাৎ ৮ মার্চ, গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে ‘স্বচ্ছ শক্তি’ আয়োজিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সমবেতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সমবেতদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ হাজার মহিলা প্রধান থেকে শুরু করে দেশের নানান জায়গায় তৃণমূল স্তরের কর্মীবৃন্দ। গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছ ভারত রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ‘স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ান’-দের সম্মানিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

● **‘স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি’ প্রতিযোগিতা (১৭ আগস্ট ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) :**

দামামা বাজিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আহ্বানে ‘সংকল্প থেকে সিদ্ধি’-র মাধ্যমে নোংরা-আবর্জনা মুক্ত ভারত গড়তে শপথ নিয়েছে গোটা দেশ। এই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে, স্বচ্ছতাকে গণ আন্দোলনরূপে সফল করে তুলতে ২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রক সারা দেশজুড়ে চলচ্চিত্র, প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

● **গণমাধ্যমে ‘দরজা বন্ধ’ প্রচারাভিযান :**

অভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে ‘দরজা বন্ধ’ শীর্ষক জোরদার প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। হিন্দি-সহ ৯-টি ভাষায় ৫-টি টিভি ও রেডিও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুরুষদের মধ্যে শৌচালয়ের ব্যবহার বজায় রাখতে সারা দেশজুড়ে প্রচার করেছেন স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন।

● **স্বচ্ছতাই সেবা (১৫ সেপ্টেম্বর --২ অক্টোবর, ২০১৭) :**

২০১৭-র ২৭ আগস্ট সম্প্রচারিত ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে শ্রমদানের ডাক দেন। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবরের মধ্যে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত কার্যকলাপে গতি সঞ্চার করতে তিনি আহ্বান জানান অ-সরকারি সংস্থা, স্কুল, কলেজ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বেসরকারি ক্ষেত্র, সরকারি কর্মচারি, জেলাশাসক ও পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে। ‘স্বচ্ছতাই সেবা’ Swachhata Hi Seva বা অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে বারাণসীর শাহেনশাহপুর গ্রামে শৌচালয় নির্মাণের কাজে শ্রমদান করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তিনি মন্তব্য করেন যে, “স্বচ্ছতাকে অভ্যাস বানাতে হবে, কারণ দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা সবাই সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ।”

সম্পাদক সমীপেষু

স্টার্ট... ক্যামেরা... অ্যাকশান

গব্বর, ম্যায় আর রাহা হুঁ, তুনে মেরী জয়কো মুঝ সে ছিনলিয়া, ম্যায় আ রাহা হুঁ। তুঝে ম্যায় চুন চুন কে মারুঙ্গা, চুন চুনকে মারুঙ্গা। এই সংলাপটা বলেছিলেন শোলে ছবিতে বীরু। অর্থাৎ ছবির আর এক নায়ক ধর্মেন্দ্র। কারণ তার বন্ধু জয়কে (অমিতাভ বচ্চন) গব্বর সিং মেরে দিয়েছিল। এই সংলাপ শোলে ছবিতে ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন। আর সংলাপটি বলেছিলেন সবটাই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে। এখানে সবার আগে যে মানুষটার কথা বলতে হয়, তিনি হলেন ছবিটার যিনি চিত্রনাট্য রচয়িতা। আর যিনি সংলাপ লেখেন, ইংরাজিতে ডায়লগ রাইটার বলে। তার লেখা সংলাপগুলোই বলেন ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সেই সংলাপ শুনে প্রেক্ষাগৃহে বসে আমরা হাততালি দিই। আসলে সংলাপগুলো শুনতে ভাল লাগে বলেই হাততালি দিই। এই শোলে ছবিতে আরও একটা সংলাপ রয়েছে যেখানে বীরু বলছে, গব্বর সিং তুম আগার এক মারোগো তো হাম তিন মারেগা, আবার হাততালি। পরিচালক একটা সিনেমা যখন করেন, তখন যেমন রোমান্টিক সিনের কথা ভাবেন, আবার গানের দিকটাকেও মনে রাখেন। আবার হাস্যরসিকতায় ভরিয়ে তোলেন। সাথে অবশ্যই অ্যাকশানটা থাকেই। অর্থাৎ সিনেমায় যদি মারামারির দৃশ্য না থাকে, তবে কমার্শিয়াল ছবি ঠিক জমে না। তাই অ্যাকশানের কথা, মানে জোরালো সংলাপটা আগে ভাগেই লিখে রাখেন। সেই সংলাপ শুনে প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকা দর্শকেরা হাততালি দেন। আমাদের সংসারে বেশকিছু পরিচালক আছেন, যাঁরা চিত্রনাট্য সাজিয়ে সংলাপ বলে বাহবা কুড়িয়ে নেন। তাঁদের সংলাপে অ্যাকশানের কথাটাই বেশি থাকে। অর্থাৎ যত বেশি অ্যাকশন থাকবে, ততই গল্পটা মজাদার হয়ে উঠবে। দর্শকেরা খুব ভালোভাবে খেয়ে যাবেন। তবে অধিক অ্যাকশানের জন্য পুরো চিত্রটাই একেবারে মাটি হয়ে যেতে পারে, এটাও কিন্তু ভাবা উচিত। দেখা গেছে, ভারতীয় সিনেমায় অ্যাকশানের চেয়ে রোমান্টিক ছবিই সাফল্য বেশি পেয়েছে। অর্থাৎ ভালবাসার সম্পর্কটাকে পরিচালক এমনভাবে পরিবেশন করেছেন, যাতে দর্শকরা দেখে বেশি আনন্দ পেয়েছেন এবং পরিচালক বুঝে নিতে পেরেছিলেন, স্টার্ট ক্যামেরা অ্যাকশান নয় বলুন বুকটায় ভালোবাসা থাকলে পৃথিবীটা হয়ে যাবে স্বর্গ।

বিবেক রায় দে, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়